সংবাদ

তারিখ ... 16 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষা ভবনকে ঘুষ দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা

মাউশি ও ডিআইএতে ৩ বছরের বেশি থাকা কর্মকর্তাদের বদলির সিদ্ধান্ত

রাকিব উদ্দিন

অবশেষে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষা ভবনে কর্মরত থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা ভবনে অবস্থিত মাউশি ও ডিআইএ'র বিতর্কিত ও ঘুষখোর কর্মকর্তাদের এবার শাস্তিমূলক পদায়নের তালিকা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি যেমন কমবে, তেমনি, সৎ কর্মকর্তারা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে অধিকতর উৎসাহী হবেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা ভবন ও ডিআইএ'তে যেসব কর্মকর্তা তিন বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত আছে, তাদের সবাইকে ঢাকার বাইরে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' তিনি বলেন, 'ইতোমধ্যে কয়েকজনকে বদলি করাও হয়েছে। কারণ এই সংস্থার অনেকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। তবে আমরা ডিআইএকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর।' শিক্ষা প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত ও দুর্নীতিবাজদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর' (ডিআইএ)। দেশের এমপিওভুক্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যেই এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অথচ সংস্থাটিতে দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব চলছে শিক্ষা ক্যাডারের চিহ্নিত কিছু অসাধু কর্মকর্তার।

ডিআইএতে যাদের রাজত্ব

জানা গেছে, সংস্থাটিতে মোট শিক্ষা পরিদর্শক (সহকারী অধ্যাপক) আছেন ১২ জন এবং সহকারী পরিদর্শক (প্রভাষক) আছেন ১২ জন। এরমধ্যে কয়েকজন কর্মকর্তা এক বছরেরও বেশি আগে পদোন্নতি পেলেও প্রভাব খাটিয়ে এখনও তারা আগের পদেই বহাল আছেন। পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকদের বেশির ভাগই প্রায় এক থেকে দেড় যুগ ধরে এই সংস্থায় চাকরি করছেন। কেউ কেউ সরকার পরিবর্তনের কিছুদিন আগে নিজ উদ্যোগেই ঢাকার বাইরে বদলি হয়ে পরবর্তীতে পুনরায় এখানে ফিরে আসেন। ডিআইএ সূত্র জানায়, সংস্থার ১২ জন পরিদর্শক দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থায় কর্মরত আছে। তাদের মধ্যে মজিবুর রহমান ২০০৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ ডিআইএ যোগদান করেন। পরবর্তীতে গত বছর তাকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হলেও কিছুদিন পরই তিনি পুনরায় এখানে পদায়ন পান। ড. আতাউর রহমান ডিআইএতে যোগদান করেন ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, আবুল কালাম আজাদ যোগদান করেন ২০০৬ সালের ২৪ আগস্ট, একে সাক্তী যোগদান করেন ২০০৯ সালের ২৬ জানুয়ারি। তাদের মধ্যে মজিবুর রহমান বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এবার প্রার্থী হয়েছে। আবুল কালাম আজাদ চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৯৬ সালে। এরপর ১৯৯৭ সাল থেকেই তিনি শিক্ষা ভবনে কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সহকারী সচিব হওয়ায় আবুল কালাম আজাদ বারবার এই বিধিবহির্ভূত সুবিধা ভোগ করছেন। এদিকে সহকারী পরিদর্শকদের মধ্যে আতাউল

বদলির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

বদলির : সিদ্ধান্ত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হক খান চৌধুরী ডিআইএতে পদায়ন পান ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর। এরআগেও তিনি বিভিন্ন সময়ে সংস্থাটিতে চাকরি করেছেন। তার বিরুদ্ধে সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি মাদ্রাসার সুপারের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে, প্রমাণিত হওয়ায় ইতোমধ্যেই তাকে বদলির নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষাসচিব। এছাড়া সহকারী পরিদর্শক তৈয়বুর রহমান ডিআইএ সর্বশেষ পদায়ন পান ২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবর, এমএম নুরুল হক এখানে পদায়ন পান ২০০৪ সালের ৫ আগস্ট, শফী মাহমুদ এই সংস্থায় পদায়ন পান ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর, সাখাওয়াত হোসেন ডিআইএ পদায়ন পান ২০০৮ সালের ৬ নভেম্বরে। সংস্থার উপ-পরিচালকদের মধ্যে দেব দুলাল ভট্টাচার্য এখানে পদায়ন পান ২০০৯ সালের ২৮ জুলাই।

প্রসঙ্গত, ডিআইএ শিক্ষা ভবনে অবস্থিত। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষা পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকরা দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম করেন মতিঝিলের পাটাপুকুর ভবনে। তারা দিনের কোন এক সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষা ভবনে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। ফলে বেশির ভাগ কর্মকর্তাই জবাবদিহিতার আওতায় নেই। কেউ কেউ প্রতিদিনই মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদবির করে বেড়ায় বলেও সংশ্লিষ্টরা জানান।

মাউশিতে তাদের আছেন কর্মকর্তা যারা

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৯৪ সালে এফএসএসএপি প্রকল্পের সহকারী পরিচালক হিসেবে শিক্ষা ভবনে পদায়ন পান তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক দিদারুল আলম। পরবর্তীতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে একই প্রকল্পের উপ-পরিচালকের দায়িত্ব নেন। এরপর অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে তিনি মাউশির পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন) হন। গত ১ জুলাই তিনি শিক্ষা ভবনে চাকরির ২০ বছর পূর্ণ করেন।

অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রায় ১৬ বছর ধরে শিক্ষা ভবনে সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করছেন আবদুল খালেক, প্রায় সাত বছর আগে সহকারী পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা-মহিলা) পদে পদায়ন পেয়ে সাইফুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করছেন আইন শাখার। তবে দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে কখনো কোন অভিযোগ উঠেনি। ২০০৫ সালে শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন পান তৎকালীন প্রভাষক আবুল কালাম। এর প্রায় এক বছর পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেও প্রায় চার বছর ধরে ইনসিটু (আগের পদে) হিসেবে বহাল আছেন। এছাড়া প্রফেসর ড. সিরাজুল হক প্রায় পাঁচ বছর ধরে মাউশির পরিচালকের (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) দায়িত্ব পালন করছেন।